দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

07

মাধ্যমিক স্কুলে কম্প্যুটার

বাংলাদেশ কম্প্যুটার কাউন্সিল দেশের এক শত বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে বিনামূল্যে একটি করে কম্প্যুটার সরবরাহ করবে। তাছাড়া কাউন্সিল দেশের পাঁচটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রত্যেকটিতে তিনটি করে কম্প্যুটার দেবে বলে পত্রিকান্তরে পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে। দেশজুড়ে কম্প্যুটার জনপ্রিয় করে তোলা এবং তার ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই বাংলাদেশ কম্প্যুটার কাউন্সিল এই উদ্যোগ নিয়েছে।

আমরা বাংলাদেশ কম্প্যুটার কাউন্সিলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বর্তমান যুগ অনিবার্যভাবে কম্প্যুটারের যুগ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এখন কেবল শিল্পকারখানাই নয়, সবকিছুই চলছে কম্প্যুটারের ভিত্তিতে। তাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই চলছে কম্প্যুটারের ব্যাপক ব্যবহার। অফিস–আদালত কম্প্যুটার ছাড়া ভাবাই যায় না। ট্রেন, বাস, বিমান চলাচল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, সংবাদপত্র সবকিছুই পরিচালিত হচ্ছে কম্প্যুটার দ্বারা। কম্প্যুটার ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও কম্প্যুটারের ব্যাপক ব্যবহার চলছে। কম্প্যুটার ব্যবহার করতে জানে না এমন লোকের পাশ্চাত্যে কায়িক পরিশ্রমের চাকরি ছাড়া অন্য কোন চাকরি জোটে না। বলা যেতে পারে, পাশ্চাত্যে কম্প্যুটারই মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে সেখানে প্রত্যেকটি কাজেই এসেছে শৃংখলা, এসেছে দ্রুততা এবং নির্ভুলতা।

আমরা এখনো, সঠিকভাবে বলতে গেলে, কম্প্যুটার জগতে প্রবেশ করতে পারিনি। কম্প্যুটার আমাদের দেশে চালু হয়েছে বটে তবে তার ব্যবহার এখন পর্যন্ত সীমিত। কম্প্যুটার সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের জন্য কিছু কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। তবে তারা স্রেফ এ সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। অবশ্য এই প্রাথমিক প্রশিক্ষণও প্রশিক্ষণার্থীদের কাজে, বিশেষ করে কর্মসংস্থানের কাজে ভূমিকা রাখছে। এদেশে কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ যে প্রয়োজন এবং তা যে সম্ভাবনাময় এই ঘটনা থেকেও তা স্পষ্ট। কম্প্যুটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের বিরাট ব্যবধান বর্তমান। সেখানে বহুবছর আগে থেকেই মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে কম্প্যুটিং শেখানো হয়। শিক্ষাও দেয়া হয় কম্প্যুটারের সহায়তায়। অথচ আমাদের দেশে তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই। আমাদের দেশকে যদি যথাযথভাবে উন্নত করতে হয় তাহলে এদেশেও স্কুল পর্যায় থেকেই কম্প্যুটার শিক্ষাদান অপরিহার্য। বাংলাদেশ কম্প্যুটার কাউন্সিল সেই উদ্যোগই নিয়েছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সীমিত তবু প্রশংসনীয়।

আমরা আশা করব যে, বাংলাদেশ কম্প্যুটার কাউন্সিল অচিরেই আরো অনেক বেশী স্কুলে বিনামূল্যে কিংবা স্বল্পমূল্যে কম্প্যুটার দিয়ে এদেশের কম্প্যুটার যুগে প্রবেশের পথকে সুগম করবে।